

প্ৰশ্ন

জনকৈ ব্যক্তি আমাকে বয়িরে প্ৰস্তাব দিতে এসে এই হাদীসটি উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “নারীকে চার কারণে বয়িরে করা হয়: তার দ্বীনদারতা, তার ধন-সম্পদ, তার সৌন্দর্য ও তার বংশের জন্ম। তুমি দ্বীনদার নারীকে বয়িরে করো; তাহলে সফলকাম হবে।” আমার প্রশ্ন হচ্ছে: একজন নারী কি ঐ একই কারণে ভিত্তিতে কোনো পুরুষকে বিবাহ করতে পারে? যদি সটো জায়গে হয়, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কনে এই হাদীসই সটো উল্লেখ করলেন না? নাকি হাদীসটি শুধু পুরুষদের জন্ম নরিদষ্টি; নারীদের জন্ম না? আর নারীর জন্ম স্বামী বাছাই করা প্ৰসঙ্গে আমি একটি হাদীস পড়ছি যখনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কাছে যদি এমন কটে আসে যার দ্বীনদারতা ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তোমরা তাকে বিবাহ করিয়ে দিও। যদি এমনটি না করো তাহলে পৃথিবীতে ফতিনা ও বড় অনষ্টি হবে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কনে পুরুষের জন্ম মাত্ৰ একটি বশৈষ্টিয় তথা দ্বীনদারতা উল্লেখ করলেন? কনে বাকি বশৈষ্টিয়গুলো উল্লেখ করলেন না যগুলো নারীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন যে নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়? প্ৰথম হাদীসটি কি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্ৰয়োগ করা জায়গে হবে? কনে কেবল পুরুষকে নরিদষ্টি করা হলো?

প্ৰিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমাদের প্ৰথমে স্পষ্ট করা উচিত যে ইসলামী শরীয়ত নকেকার দ্বীনদার স্ত্রী খোঁজ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্ৰদান করেছে। অনুরূপভাবে নকেকার দ্বীনদার স্বামী খোঁজার ব্যাপারেও। কারণ দ্বীনদারতা প্ৰথম ও প্ৰধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য যে সমস্ত বশৈষ্টিয় রয়েছে যমেন সৌন্দর্য, অর্থ-কড়ি, বংশ-মর্যাদা সেগুলো দ্বীনদারতার অনুগামী। সেগুলো সত্ৰাগতভাবে নন্দনীয় নয়; আবার মৌলিকভাবে উদ্দষ্টিও নয়। কিন্তু এগুলো পূৰ্ণতা দানকারী বশৈষ্টিয়; যা পাওয়া গেলে সটো পূৰ্ণ গনীমত, আর না পাওয়া গেলে দ্বীনদারতাই সকল কল্যাণের মাপকাঠি।

এর সপক্ষে প্ৰমাণ হচ্ছে সুন্নাহতে স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু গুণাবলি থাকার প্ৰশংসা করা। তার মধ্যে রয়েছে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্ৰাপ্ত বর্ণনা, তিনি বলেন: জজিঞসা করা হলো: ‘হে আল্লাহর রাসূল, কোন নারী উত্তম?’ তিনি বললেন: “যে নারীর দকি তাকালে ব্যক্তি আনন্দিত হয়, যাকে আদেশে দিলে সে মনে চলে এবং যে তার নজিরে ব্যাপারে ও স্বামীর অর্থের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় কিছু করার মাধ্যমে তার সাথে দ্বিমিত করে না করে না। [হাদীসটি ইমাম আহমদ

(২/২৫১) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী ‘আস-সলিসলিাতুস সহীহা’ গ্রন্থে (১৮৩৮) হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

একই বক্তব্য স্বামীর ক্ষত্রেও প্রযোজ্য। মূলতঃ নকেকার তাকওয়াবান ব্যক্তির সাথে বিয়ে প্রত্যাশা করাটাই কাম্য। যে গুণের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমিনোকৃত হাদীসে এসেছে: “যার দ্বীনদারতি ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট।” এর সাথে যদি সটৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ এবং বংশীয় মর্যাদা যুক্ত হয় তাহলে সেটি আল্লাহর নিয়ামত। পুরুষ যদি নিজের সম্পদ নষ্ট করে এবং স্ত্রীর জন্য ব্যয় করার সক্ষমতা তার না থাকে তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য করছেন। এটি ফাতমো বনিতো কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন: “আমি যখন পবিত্র হলাম তখন আমি তাঁর কাছে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে) উল্লেখ করলাম যে, আমাকে মুআবিয়া বনি আবু সুফিয়ান ও আবু জাহম বিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে। তখন তিনি বললেন: আবু জাহমের লাঠি তার কাঁধের উপর থেকে নামে না। আর মুআবিয়া নঃস্ব-দরদির; তার কোন ধন-সম্পদ নেই। বরং তুমি ইসামা বনি যায়দকে বিয়ে কর।” [হাদীসটি মুসলিম (১৪৮০) বর্ণনা করছেন]

আল্লামা সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘যদি দ্বীনদারতির সাথে অন্য বৈশিষ্ট্যও থাকে তাহলে তার কাছে বিয়ে দিবে। নতুবা দ্বীনদারতিই সবচেয়ে কাম্য বৈশিষ্ট্য।’ [সমাপ্ত] [বাহজাতু কুলুবিলি আবরার ওয়া-কুরাতু উয়ুনলি আখইয়ার ফী-শারহি জাওয়ামহিল আখবার (পৃ. ১২০)]

উপর্যুক্ত কথা স্পষ্ট হয়ে থাকলে যে প্রশ্ন করা হয়েছে আমাদের সে প্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে গেল। আমরা জানতে পারলাম যে বিয়ে পাত্র-পাত্রীর অর্থ-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও সটৌন্দর্য অধিকাংশ মানুষের কাছে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়; সে মুমনি হোক কিংবা কাফরে হোক। এগুলোর প্রতি আগ্রহ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে প্রোথিত। শরীয়ত এর বরোধিতা করে না। শরীয়ত এগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি; কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে এগুলোর ব্যাপারে তৎপর এবং এগুলোর প্রতি আকাঙ্ক্ষী। এমনকি তারা এগুলোর ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়ি করে। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি তারা অবহেলা করে। তাই মানুষ যে ব্যাপারে উদাসীন থাকে বা অবহেলা করে শরীয়ত সেটোর প্রতি তাগিদ প্রদান করেছে। শরীয়তের মানদণ্ডে সেটাই সবচেয়ে কাম্য বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে একজন নকেকার মুমনির পথ অন্যান্যদের পথ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসিদ্ধ হাদীসে বলেছেন: “নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়: তার ধন-সম্পদ, তার বংশ-মর্যাদা, তার সটৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারতি। তুমি দ্বীনদার নারীকে বিয়ে করো তাহলে সফলকাম হবে।” [হাদীসটি বুখারী (৫০৯০) এবং মুসলিম (১৪৬৬) উল্লেখ করেন]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘উক্ত হাদীসের সঠিক অর্থ হচ্ছে: সাধারণতঃ মানুষ যা করে থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উল্লেখ করছেন। তারা এই চারটি বৈশিষ্ট্যকে সন্ধান করে থাকে। তাদের কাছে দ্বীনদারতির অবস্থান সবার

শেষে। ওহে সঠিক পথ অনুবোধী! তুমি দ্বীনদার নারীকে অনুবোধন করো। এমনটাই নয় যে তিনি তাকে বয়ি করার নরিদশে প্রদান করছেন।’[শারহু মুসলমি (১০/৫১-৫২)]

তিনি আরো বলেন: ‘এর অর্থ হচ্ছ: সাধারণতঃ মানুষ পাত্রীর মাঝে এই চারটি বশৈষ্টিয় খুঁজে থাকে। তুমি দ্বীনদার নারীকে বয়ি করো এবং তার সাহচর্যের ব্যাপারে আগ্রহী হও।’[সমাপ্ত][রিয়াদুস সালাহীন: (পৃ. ৪৫৪)]

কুরতুবী রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘এই চারটি বশৈষ্টিয়ই নারীকে বয়ি করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। পুরুষের পাত্রীর এ গুণগুলো তালাশ করে। তাই হাদীসটি বাস্তব অবস্থার বিবরণ; নরিদশে প্রদান নয়। হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ হচ্ছ: এই সমস্ত বশৈষ্টিয় কথিবা এগুলোর মধ্যে যে কোনও একটিকে উদ্দেশ্য করে বয়ি করা হয়। কিন্তু দ্বীনদারতিকে উদ্দেশ্য করা অধিক যুক্তযুক্ত ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।’[আল-মুফহমি লমি আশকালি মনি তালখীসি সহীহ মুসলমি (৪/২১৫)]

শাফরী ফকীহ শাইখ সুলাইমান ইবনে মানসুর আল-উজাইলী আল-জামাল বলেন: ‘কউে কউে এই হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন যে পাত্রীর জন্য সুন্দরী হওয়া মুস্তাহাব। যারকাশী এতে আপত্তি করে বলেন: এই হাদীস দিয়ে পাত্রী সুন্দরী হওয়ার পক্ষযে দলীল পশে করা অদ্ভুত। কারণ এটি মানুষের লোকাচারের বর্ণনা। এখানে তিনি সুন্দরী নারীকে বয়ি করার নরিদশে দেননি। এই আপত্তি স্পষ্ট। অনুরূপভাবে এতে সম্পদশালী, সুন্দরী ও সদ্বংশীয়া নারীকে বয়ি করার নরিদশেও নাই।’[সমাপ্ত][ফুতুহাতুল ওয়াহাব বিতাওদ্বীহ শারহ মানহাজতিতুল্লাব (৪/১১৮) যা হাশিয়াতুল জামাল নামে প্রসিদ্ধ]

কছু আলমে মনে করেন এই বশৈষ্টিয়গুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য। একজন বয়ির পাত্রের জন্য পাত্রীর মধ্যে এ গুণগুলো অনুবোধন করা মুস্তাহাব। তবে শরত হচ্ছ: দ্বীনদারতি যনে মূল হয় এবং দ্বীনদারতির সাথে অন্যান্য বশৈষ্টিয় যনে সাংঘর্ষিক না হয়। যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে অবশ্যই দ্বীনদারতি অগ্রাধিকার পাবে।

ইবনে হাজার রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘উক্ত হাদীস থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে: সদ্বংশীয় পুরুষের জন্য সদ্বংশীয়া নারী বয়ি করা মুস্তাহাব। তবে যদি সদ্বংশীয়া কিন্তু দ্বীনদার নয় এমন নারী এবং সদ্বংশীয়া নয় কিন্তু দ্বীনদার নারীর মাঝে প্রাধান্য দিতে হয় তাহলে দ্বীনদার নারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্য বশৈষ্টিয়গুলোর ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

‘তার সৌন্দর্যের কারণে’ কথাটি থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে: সুন্দরী নারী বিবাহ করা মুস্তাহাব। তবে যদি দ্বীনদার নয় এমন সুন্দরী এবং সুন্দরী নয় এমন দ্বীনদার নারীর মাঝে প্রাধান্য দিতে হয়, তাহলে দ্বীনদার প্রাধান্য পাবে। যদি দুজনকে দ্বীনদারতি সমান হয়, তাহলে সুন্দরী অগ্রাধিকার পাবে। সুন্দরী নারীর মাঝে সুন্দর বশৈষ্টিয়ের অধিকারী নারীও অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও আরো একটি বশৈষ্টিয় কাম্য সটেই হচ্ছ: নারীর মোহরানা কম হওয়া।

‘তুমি দ্বীনদার নারীকে বয়ি করো’ উক্ত বক্তব্যের সমার্থক বক্তব্য জাবরে (রাঃ) এর হাদীসে এভাবে এসছে: ‘তুমি দ্বীনদার নারীকেই আঁকড়ে ধরো।’ এর অর্থ হচ্ছ: দ্বীনদার ও ব্যক্তিবসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সকল কছুতে দ্বীনদারতিই

লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে সাহচর্য দীর্ঘ সময় হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দ্বীনদার সম্পন্ন নারী বয়ি করতে উৎসাহ দিয়েছেন; যহেতে দ্বীনদার চূড়ান্তরূপে কাম্য। ইবনে মাজাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেন: (বর্ণনাটিতে দুর্বলতা রয়েছে) ‘তোমরা সৌন্দর্যের কারণে নারীদেরকে বয়ি করো না। কারণ তাদের সৌন্দর্য তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তোমরা সম্পদের কারণে নারীদেরকে বয়ি করো না। তাদের অর্থ-সম্পদ তাদেরকে উদ্ধত করে তুলতে পারে। কিন্তু দ্বীনদারতার জন্য বয়ি করো। অবশ্যই একজন কৃষ্ণবর্ণের দ্বীনদার দাসী উত্তম।’[সংক্ষেপে সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (৯/১৩৫-১৩৬)]

শাফরৌ মাযহাবের বহু গ্রন্থে এই হাদীস দিয়ে সুন্দরী নারী বয়ি করা মুস্তাহাব হওয়ার মত প্রদান করেছে।

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম গ্রন্থ শারহু মুন্তাহাল ইরাদাত (২/৬২৩)-এ উল্লেখ আছে: ‘পূর্বোক্ত বর্ণনার (হাদীসের) কারণে সুন্দরী নারী বাছাই করা সুন্নত।’[সমাপ্ত]

বযিটাইন শা আল্লাহ প্রশস্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর প্রধান টার্গেট হবে অভিনি তথা দ্বীনদারতা যতক্ষণ অন্যান্য দুনিয়াবী বৈশিষ্ট্য নিন্দনীয় নয়; বরং প্রশংসনীয়।

নারীদের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো সে সব বৈশিষ্ট্য পুরুষদের ক্ষেত্রে উল্লেখ না করার কারণ নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করা নয়। বরং এর কারণ এই যে, সাধারণতঃ পুরুষই স্ত্রীর খোঁজ করে এবং পাত্রীর মাঝে নিজের কাঙ্ক্ষতি বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে। আর নারী তার কাছে আগত পাত্রের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে ভাবে। তাই ‘নারীকে চার কারণে বয়ি করা হয়’ শীর্ষক হাদীসে মানুষ ব্যাপকভাবে যেভাবে অভ্যস্ত সটোর উপর ভিত্তি করে বক্তব্য দ্যোটাই ছিল প্রাসঙ্গিক; স্বল্প ও ব্যতিক্রমের উপর ভিত্তি করে নয়।

তাছাড়া শরীয়তের অধিকাংশ বক্তব্য পুরুষকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়। উসূলবিদরা মনে করেন যে পুরুষকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত সকল বক্তব্য নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যদি না এর বিপরীত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য একটি, আবার নারীদের জন্য পৃথক একটি বক্তব্য আসা আবশ্যিক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলছেনই: “নারীরা পুরুষদের মতোই।”[হাদীসটি তিরমিযী (১১৩) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহুল জামে’ গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।